তারিখ 15 MAY 2016
পৃষ্ঠা ৩৬ কলাম ৭

দৈনিক
ইত্তেফাক

প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষার্থীর চেয়ে শিক্ষক বেশি!

বটিঘাটার ১৩টি স্কুল বন্ধের চিঠি

আব্দুল হামিদ, বটিয়াঘাটা (খুলনা) সংবাদদাতা

খুলনার বটিয়াঘাটা উপজেলার ৭ ইউনিয়নে ৭২টি প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যাপ্ত শিক্ষার্থীর অভাবে বন্ধ হতে চলেছে। নীতিমালা অনুযায়ী প্রতি ৫০ জন শিক্ষার্থীর জন্য ১ জন শিক্ষক থাকার বিধান রয়েছে। শিক্ষার্থী অনুপাতে শিক্ষক সংখ্যা এসব এলাকায় প্রায় দ্বিগুণ। মোট ১১৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৪ হাজার শিক্ষার্থীর জন্য ১০৮ জন প্রধান শিক্ষক ও ৪০৩ জন সহকারী শিক্ষক-সহ ৫১১ জন শিক্ষক কর্মরত আছেন। ৩ বছর আগে ১৩টি স্কুল বন্ধের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে তালিকা প্রেরণ করেছে উপজেলা শিক্ষা অফিস। ছাত্র-ছাত্রী না পাওয়া এসব স্কুলের ১৭৫ জন অতিরিক্ত শিক্ষক স্কুলে হাজিরা দিয়ে বেতন-সহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছেন।

শিক্ষা অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, বটিয়াঘাটা ও গঙ্গারামপুর ইউনিয়নের স্কুলগুলোতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা সব চেয়ে কম হওয়ায় এ দুই ইউনিয়নের ১৩টি স্কুল বন্ধের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে তালিকা প্রেরণ করা হয়েছে। এসব স্কুলে নার্সারি থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা পঞ্চাশের উর্ধ্বে নয়। তাছাড়া অন্যান্য ইউনিয়নের অনেক স্কুলেই শিক্ষার্থীর সংখ্যা রয়েছে শতকের নিচে। অনেক ক্ষেত্রে শুধু হাজিরা খাতায় শিক্ষার্থীর উপস্থিতি দেখানো হয়।

পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, ২০০৫ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত ৭ বছরে এ উপজেলায় শিশু জন্মের হার হ্রাস পেয়ে .৫ হওয়ায় শিশু শিক্ষার্থী কম পাওয়া যাচ্ছে। কোনো কোনো বিদ্যালয়ে ৩০-৩৫ জন শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষক রয়েছেন ৩-৪ জন।

বিষয়টি নিয়ে উপজেলা শিক্ষা অফিসার কামরুল আলম ইত্তেফাককে বলেন, শিক্ষার্থী স্বল্পতার কারণে নীতিমালা অনুযায়ী অধিকাংশ স্কুল বন্ধের পথে। এই মুহূর্তেই ১৫-২০টি স্কুল বন্ধ করে দেয়া যায়।

জেলা প্রাথমিক স্কুল শিক্ষা কর্মকর্তা পারভীন জাহান বলেন, শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের তালিকা চাওয়া হয়েছে। সেটা দেখে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।